

মঙ্গলপুরাণ

কাহিনি: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: অরিজিং দত্তচৌধুরী



...এক দোড়ে সোজা একেবারে
‘বঙ্গেখনী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-এ!

বঙ্গেখনী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

তিনটে রাজভোগ! এই
টেবিলে!

www.MurchoNa.com

বেড়ে আছিস, অ্যাঁ!

তোর লজ্জা করে না? এই সেদিন জ্বর থেকে
উঠলি, আর এর ভিতরেই আবার এসব ঘাতা-
খাওয়া শুরু করে দিয়েছিস! এবাবে তুই
নির্ধাত মারা পড়বি।

মারা পড়ব?

আলবাত! কোনও
সন্দেহ নেই।

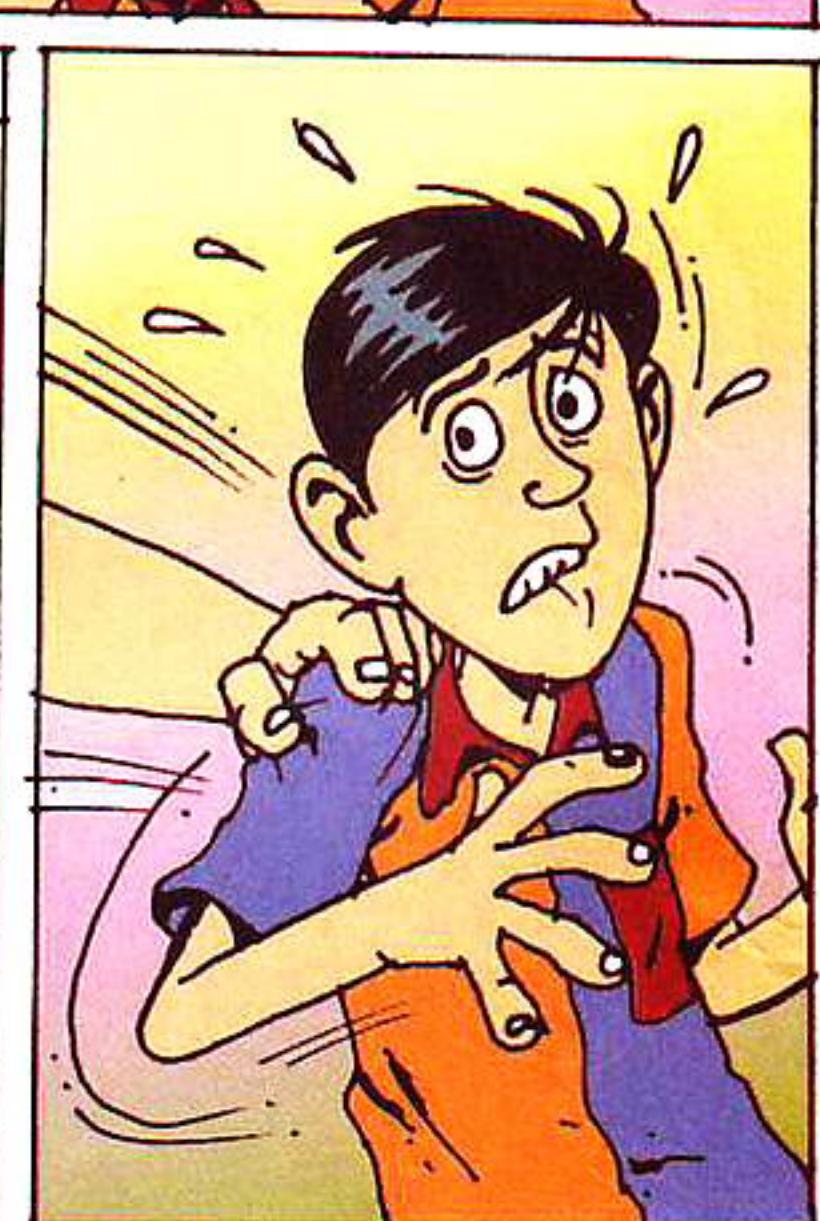


এই যে! এখানে, আরও চারটে
রাজভোগ।

খাওয়া যা হওয়ার সে তো হল, আমাকে বাঁচাবার মহৎ^৩
উদ্দেশ্যে আমার পকেটের নগদ কুড়ি টাকা খসিয়ে এ যাত্রায়
প্রাণটা বাঁচিয়ে দিল টেনিদা!



যা যাওয়ার সে তো গিয়েছেই, এবার
স্টকে পড়া যাক!



অ্যাই প্যালা,
পালাছিস কোথায় ?

ন-ন না না, পা...পা
পালাছি না তো !
কো...কোথায় পালাছি !

তবে যে মানিক দিব্য কাঠবিড়ালির মতো
গুটি গুটি পায়ে বেগালুম হাওয়া হয়ে
যাচ্ছিলে ? আমার সঙ্গে চালাকি ?

চালাকি না চলিষ্যতি ! তোকে
আমার সঙ্গে যেতে হবে এখন।

কোথায় ?

দমদমায়।

দমদমায় কেন ?

তুই একটা গাধা।

যা ক্বাবা ! গাধা
হওয়ার মতো কী
করলাম ?

আর কী করবি ? ধোপার মোট বইবি। ধাপার
মাঠে কচি-কচি ঘাস খাবি। আজ রবিবার।
দমদমায় মাছ ধরতে যাব। এটা কেন বুঝিস না
বোকা কোথাকার ?

তুমি মাছ ধরতে যাবে তো যা ও
না, কে আটকাছে ! আমাকে
নিয়ে টানাটানি করছ কেন ?

তুই যাবি না তো কে যাবে? তুই না
গেলে আমার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে
দেবে কে শুনি?

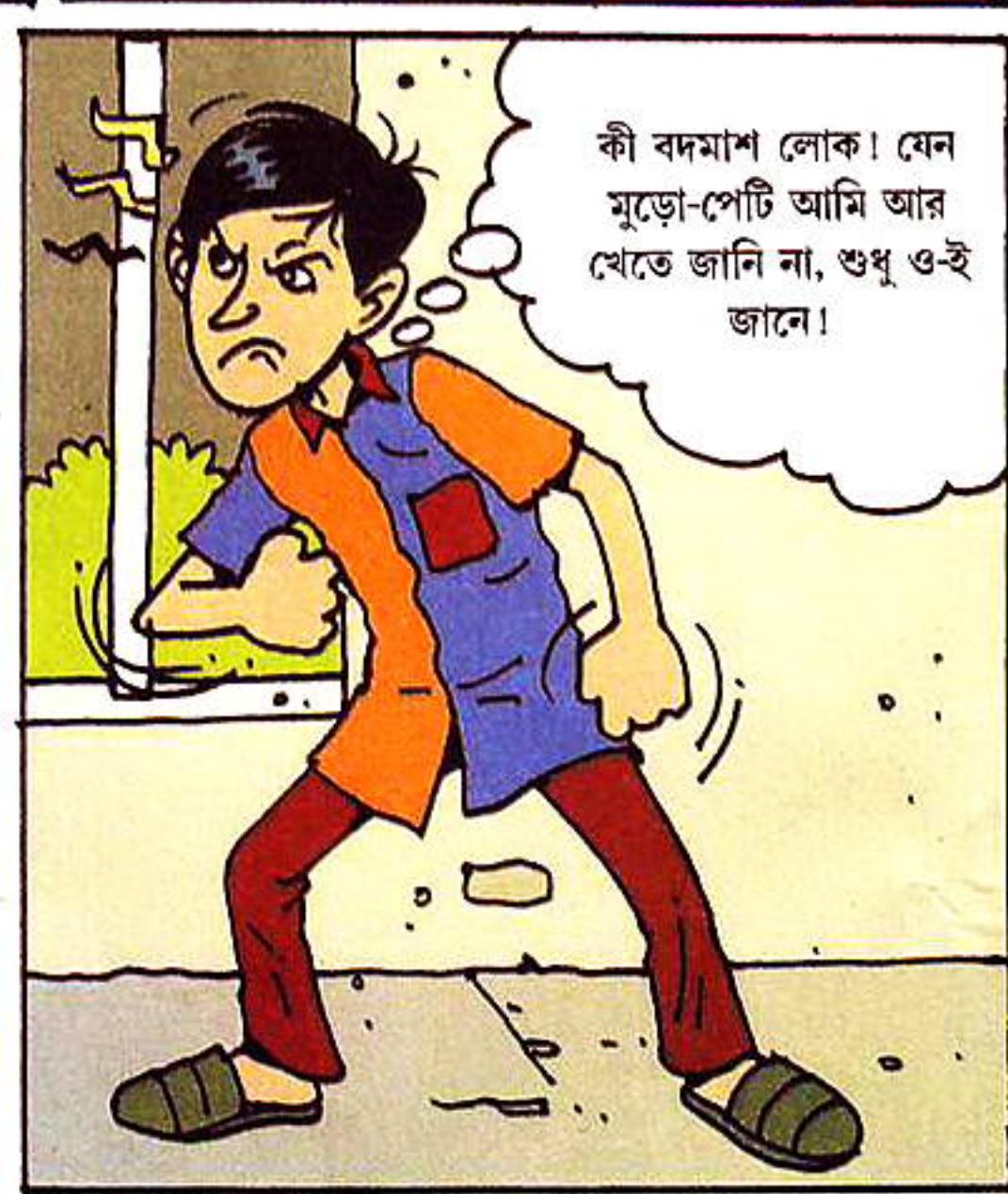
কেঁচেটেচো বাবা আমি হাত দিয়ে
ঘাটতে পারব না, সে বলে দিচ্ছি।

বাঃ, তুমি মাছ মারবে,
আর কেঁচের বেলায় আমি?



ঠিক আছে! আর ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে হবে
না। যদি মাছ পাই তবে ল্যাজ থেকে
কেটে তোকে একটু ভাগ দেব।

কী বদমাশ লোক! যেন
মুড়ো-পেটি আমি আর
থেতে জানি না, শুধু ওই
জানে!



কিন্তু টেনিদার সঙ্গে
এ নিয়ে তর্ক চলে
না, দেবে একটা
চাঁটি হাঁকড়ে!

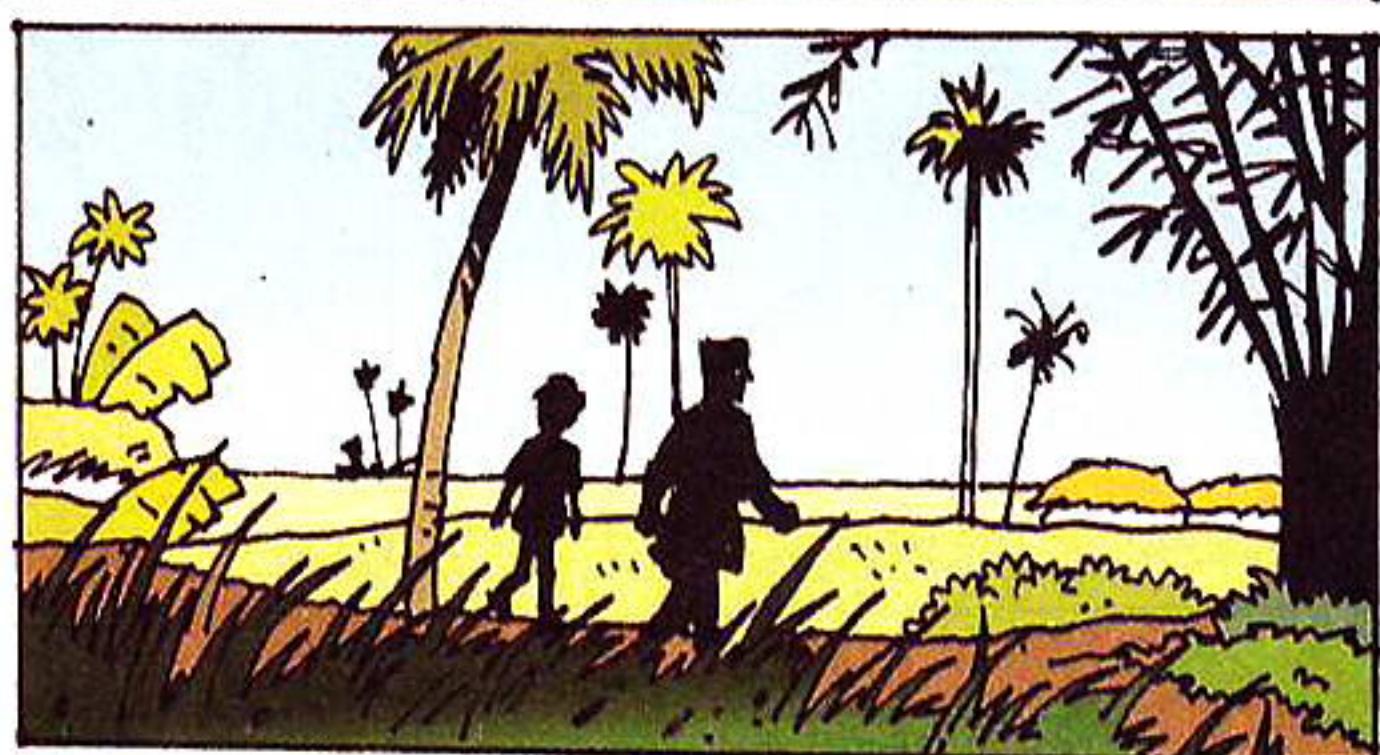
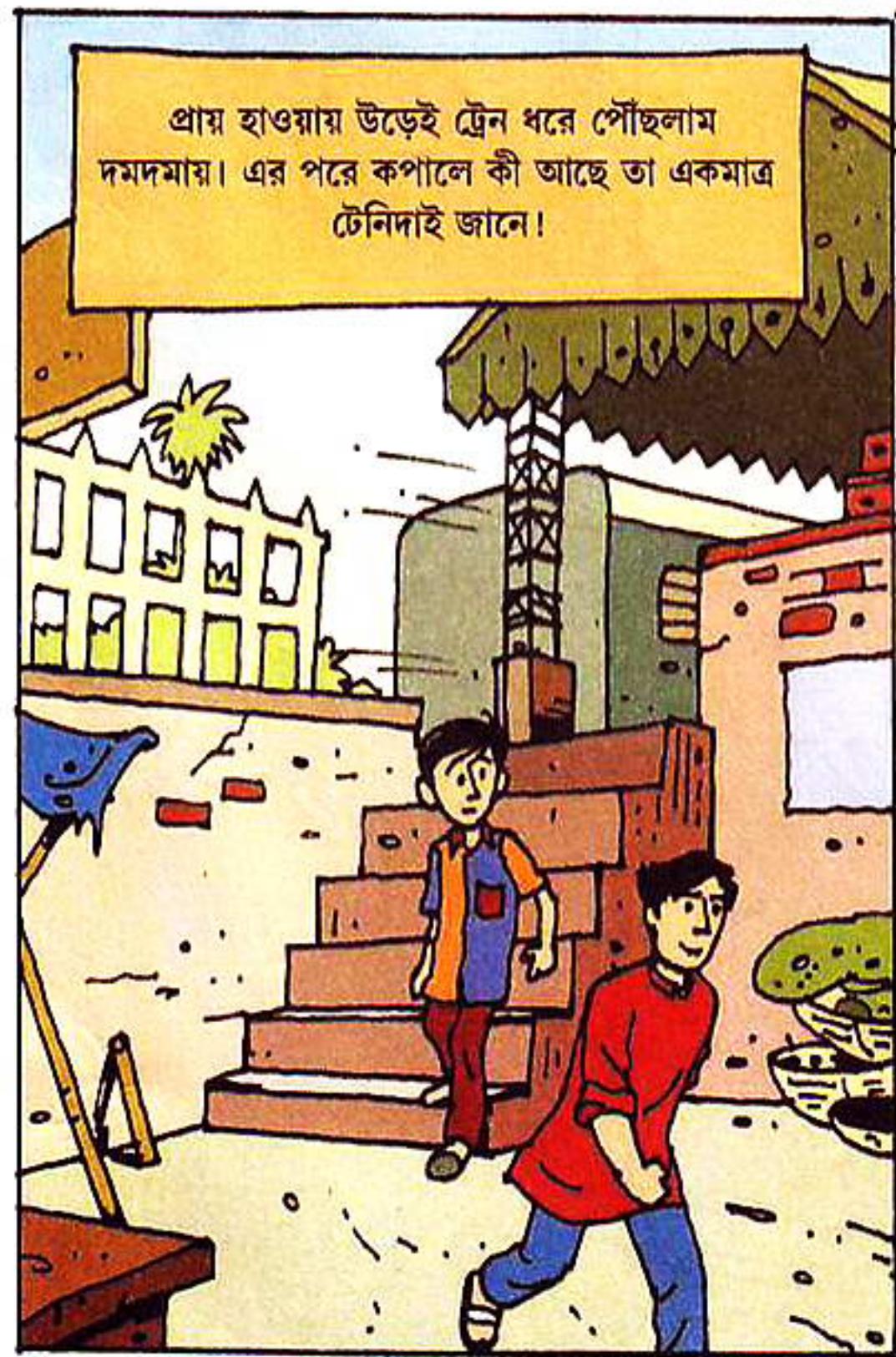
...আর তা হলেই মাটি
নিতে হবে, তারপরে
খাটিয়া চড়ে খাঁটি
নিমতলা যাবো!

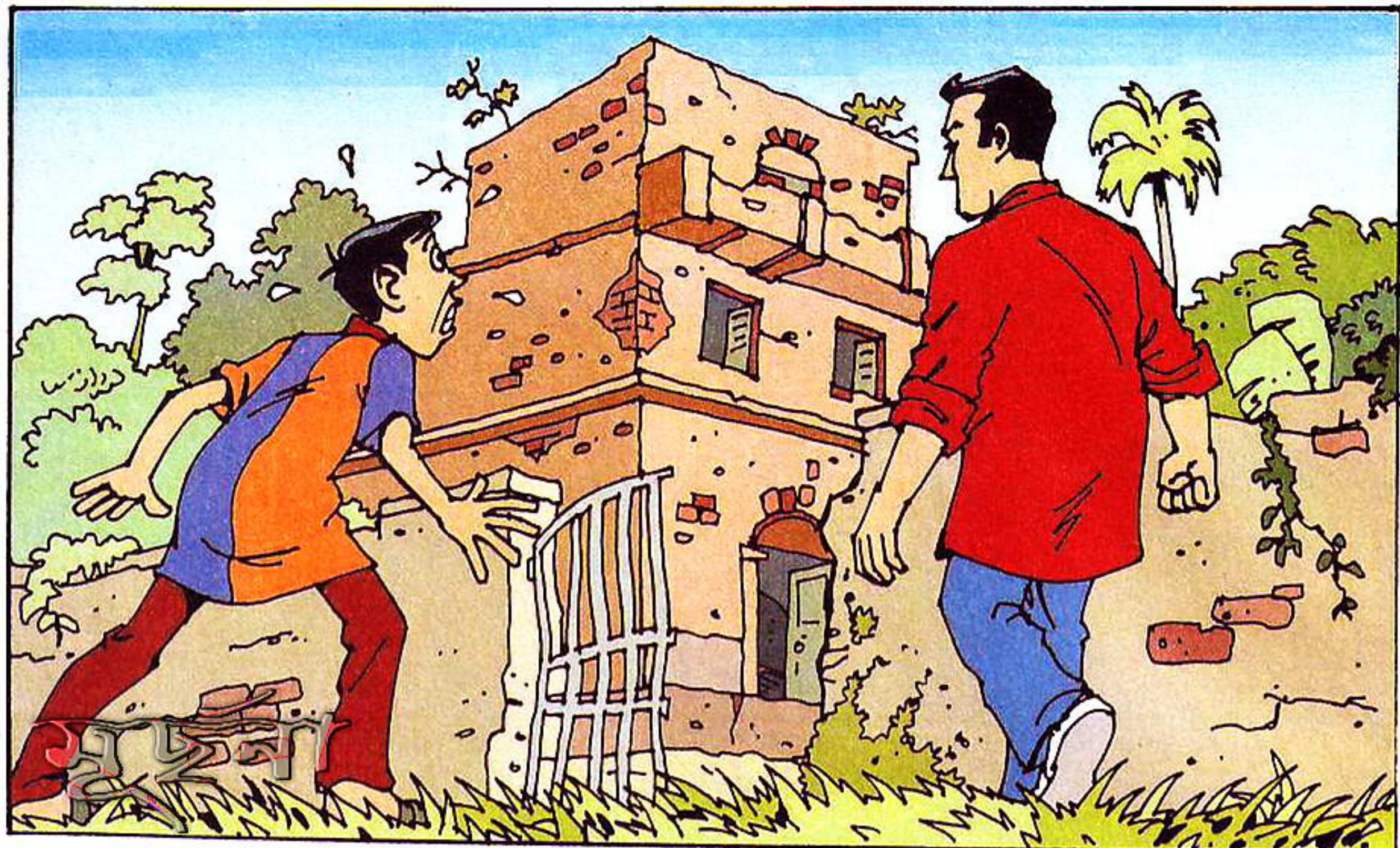
যাবি কোথায়? আমার সঙ্গে
দমদয়ায় না গেলে তোকে আর
কোথাও যেতে দিছে কে?

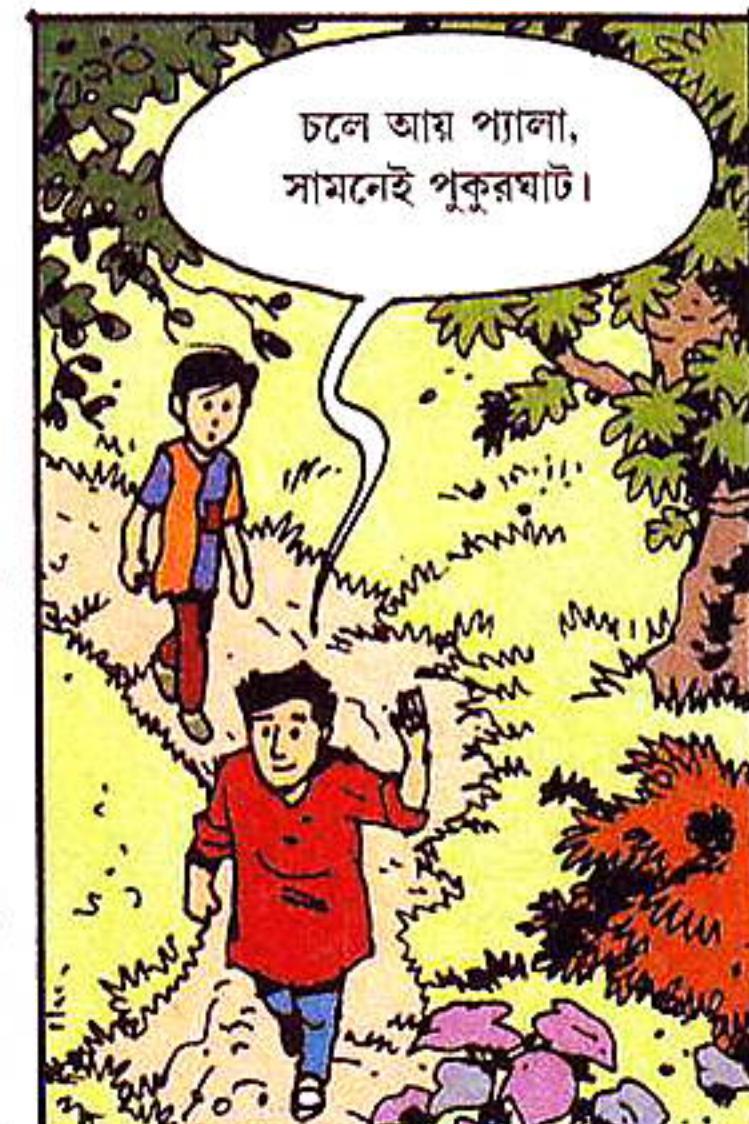
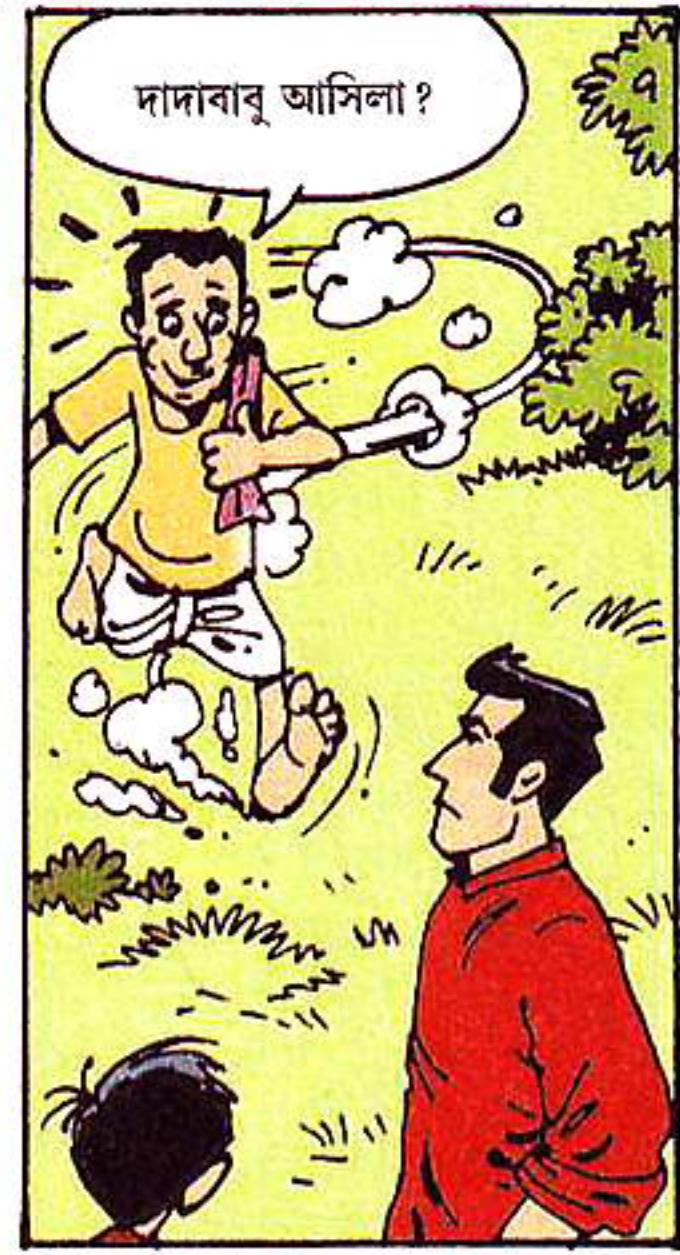
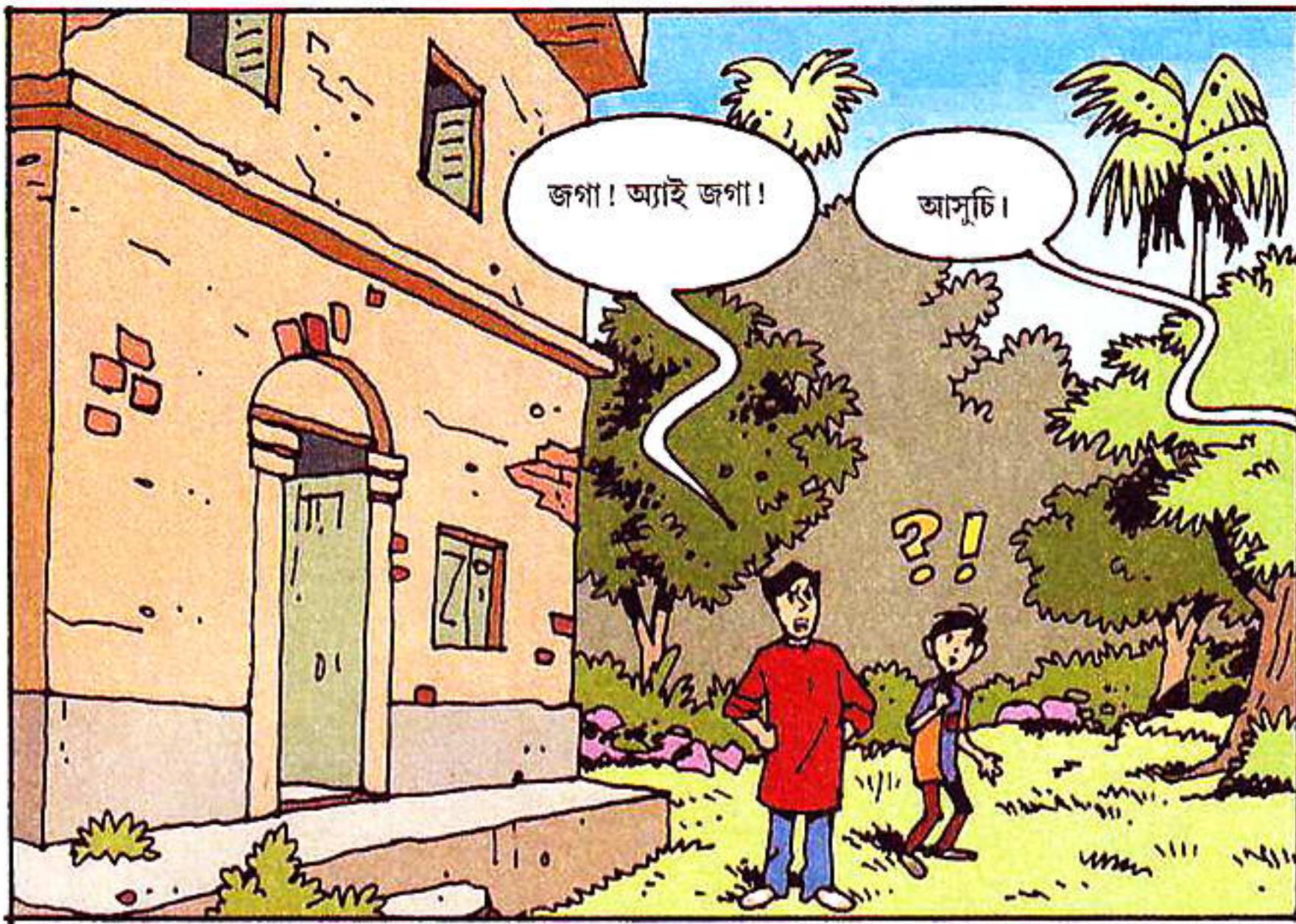
গিয়েছি!
গিয়েছি!

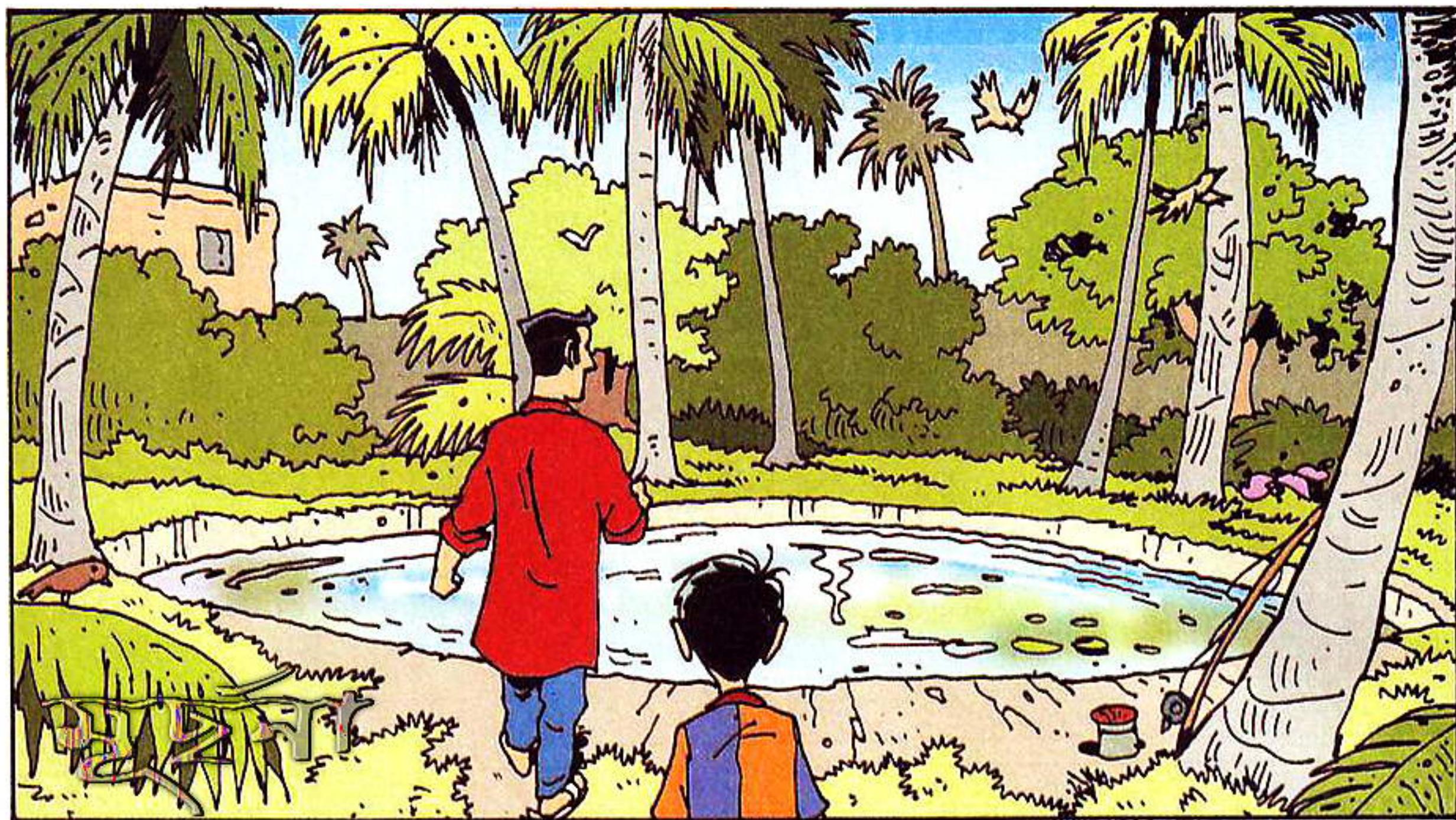
প্রায় হাওয়ায় উড়েই ট্রেন ধরে পৌছলাম
দমদয়ায়। এর পরে কপালে কী আছে তা একমাত্র
টেনিদাই জানে!

এই তো! পৌছে
গিয়েছি।









চল প্যালা, এবার
আমরা কাজে
লেগে যাই।

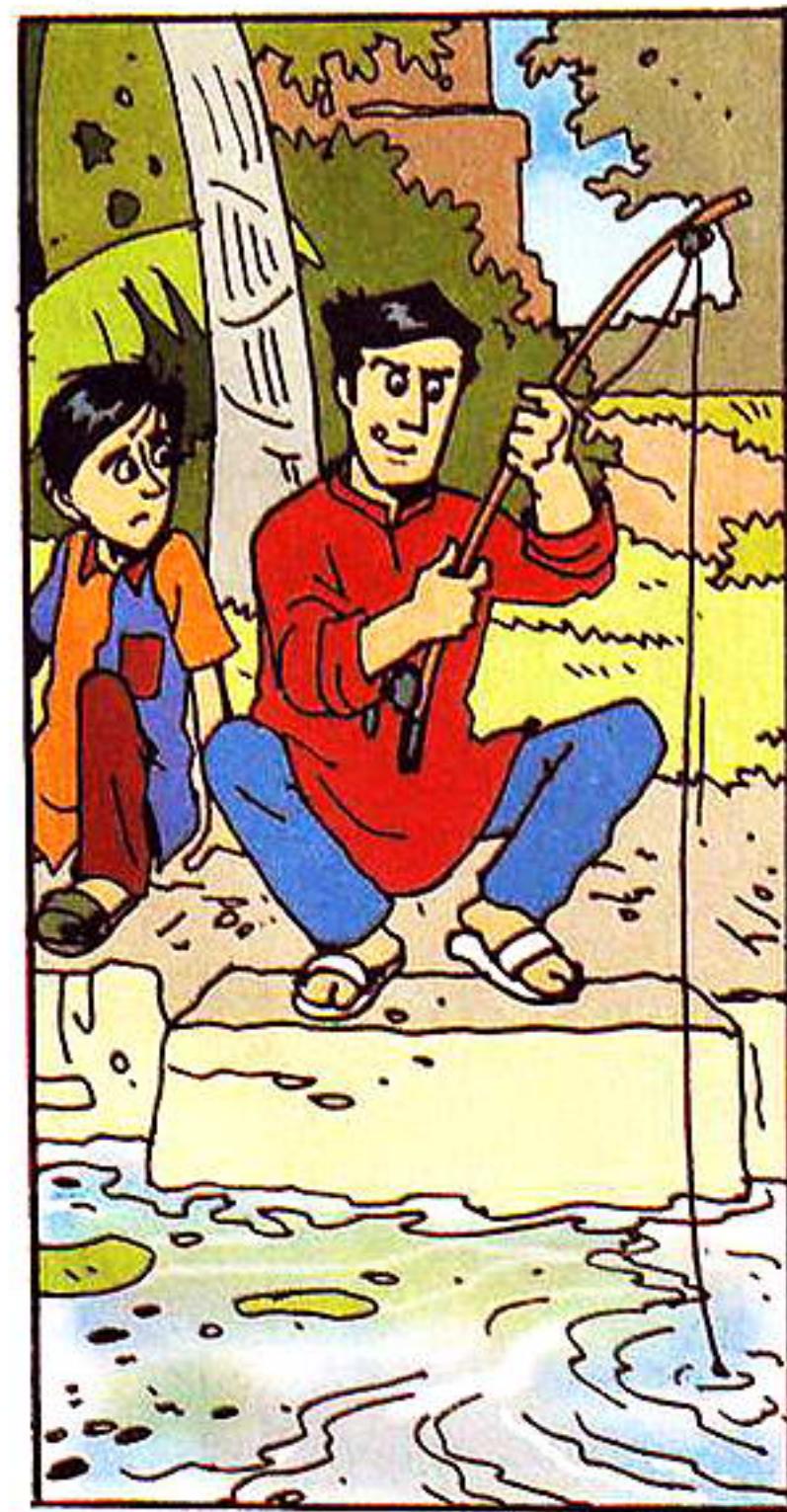
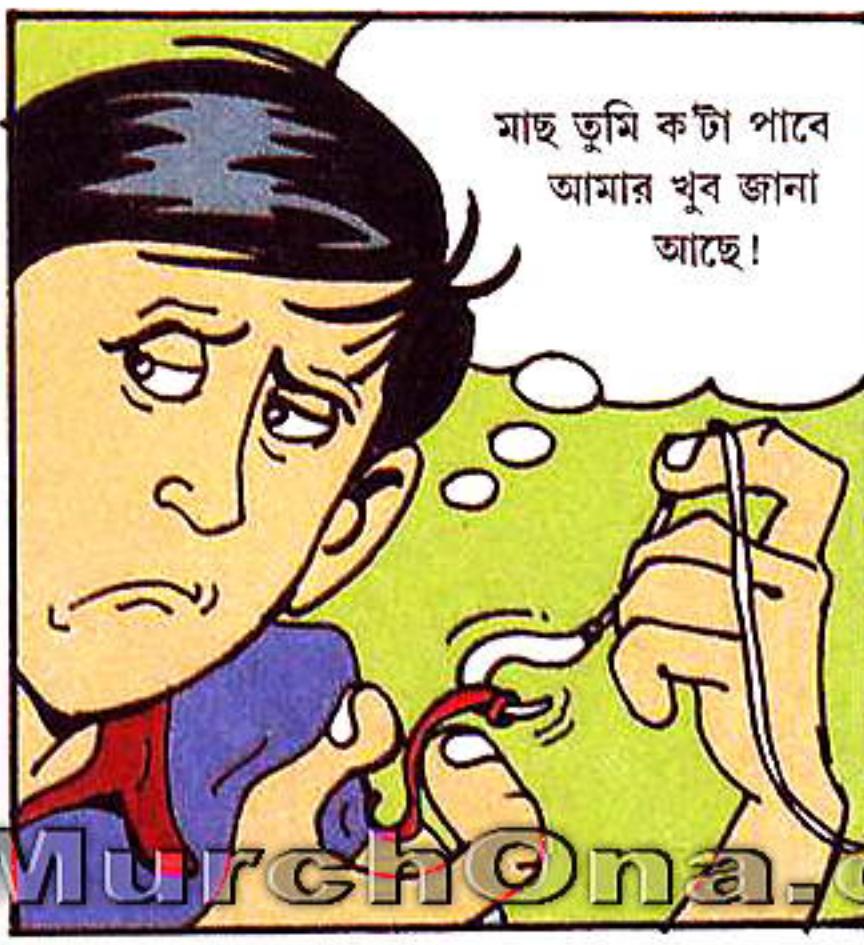
নে, কোটোয়া কেঁচো রাখা আছে,
বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথ!

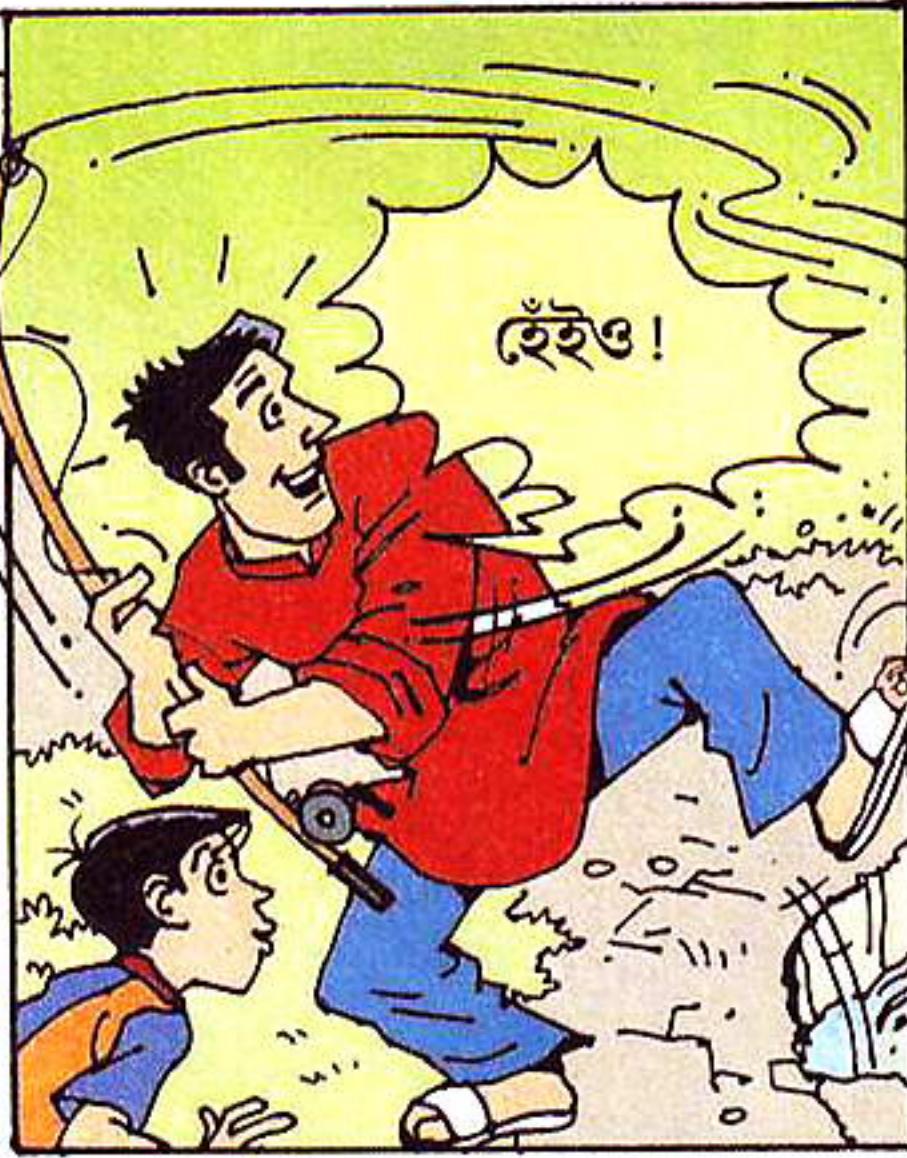
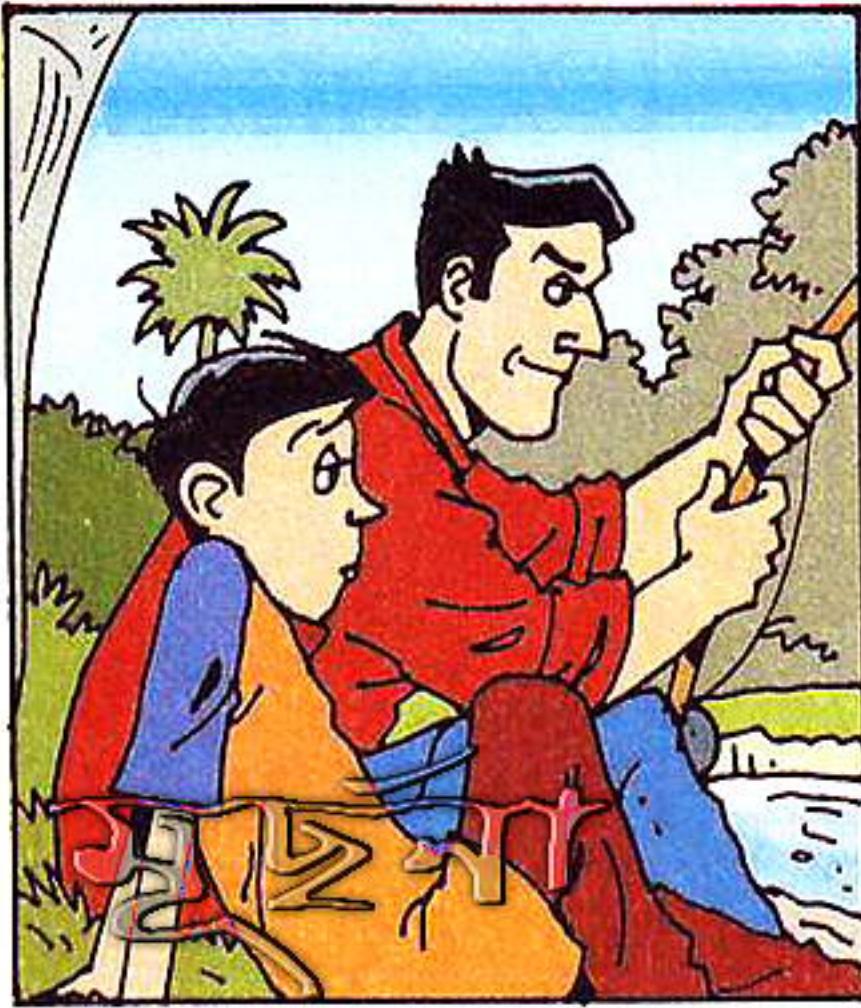
কেঁচো গাঁথব?

নইলে কি তোর মুখ দেখতে এখানে এনেছি
নাকি? ওই তো বাংলা পাঁচের মতো তোর মুখ।
ও মুখে দেখবার মতো কী আছে র্যা?

সত্য প্যালা, এখন বেশি বকাসনি
আমাকে। মাথায় খুন চেপে যাবে।
নে কেঁচো গাঁথ।

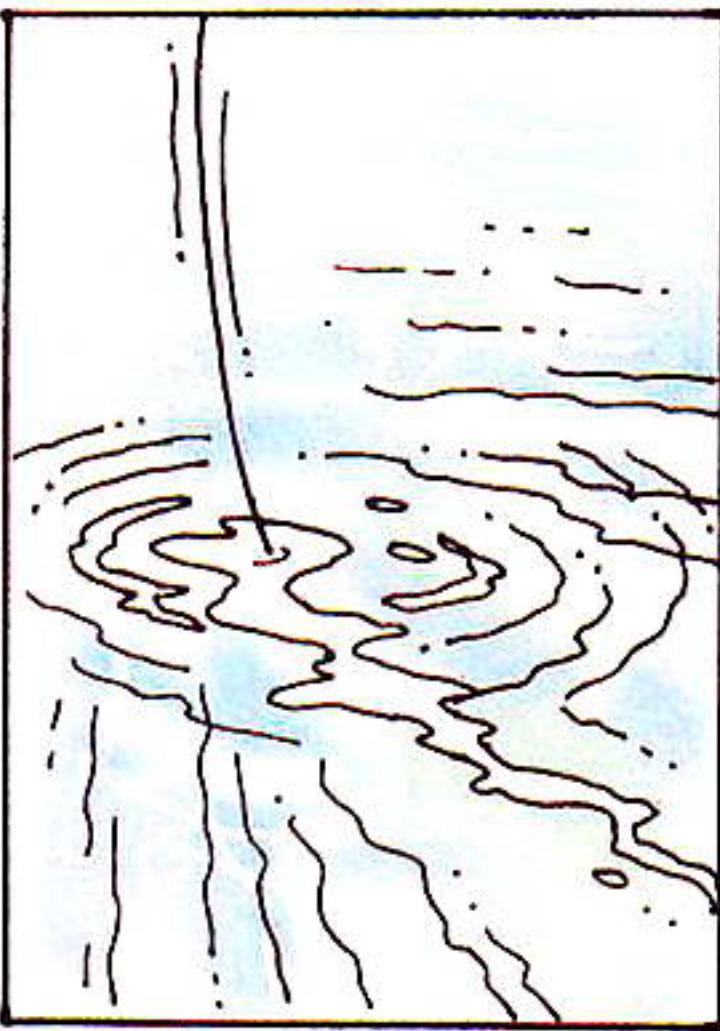






টেনিদা, এবার
সামাল।

আর ফসকায়?
বারেবারে ঘুঘু
তুমি... হঁ হঁ।



জয় বাবা
মেছো পেতনি!

www.Murchona.com

এবারেও পালাল? উঃ, জোর বরাত
ব্যাটার! আচ্ছা দেখে নিছি,
যাবে কোথায়!

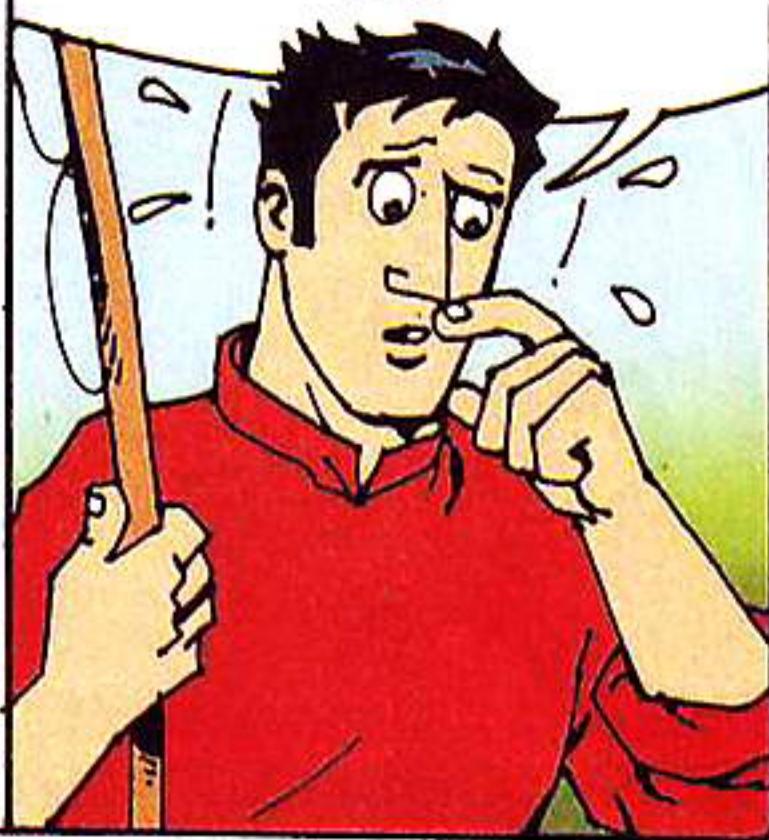
আজ ওরই একদিন কি আমারই
একদিন! কেঁচো গাঁথ, প্যালা।



কোথায় কী! পরপর গোটা আঠেক টানের পর
নারকেল গাছটাই প্রায় ন্যাড়ামুড়ে হয়ে গেল। কিন্তু
মাছের একটুকরো আঁশও দেখা গেল না।



কী হচ্ছেটা বল দেখি? ভুতুড়ে কাণ
নাকি?



আইজ্জা ভুতো নয়,
কাঁকড়া অছি।



কাঁকড়া? মানে
কাঁকড়া?

হাঁ।



তবে আজ কাঁকড়ার বাপের
শান্ত করে আমার শান্তি।



বসে-বসে নিশ্চিন্তে আমার চার আর
টোপ খাচ্ছে? খাওয়া বের
করে দিছি।



একটা বড় দেখে ডালা বা
ধামা নিয়ে আয় তো জগা।



ডালা ? ধামা ? তাতে কী
হবে ?

তুই একদম চুপ থাক প্যালা ! বকালেই
চঁটি লাগাব।

দৌড়ে যা জগা,
ধামা নিয়ে আয়।

এই রে, মাথাটা
গিয়েছে বোধ হয়।
ধামা নিয়ে পুকুরে
নামবে নাকি ?

তারপরে যা ঘটল...

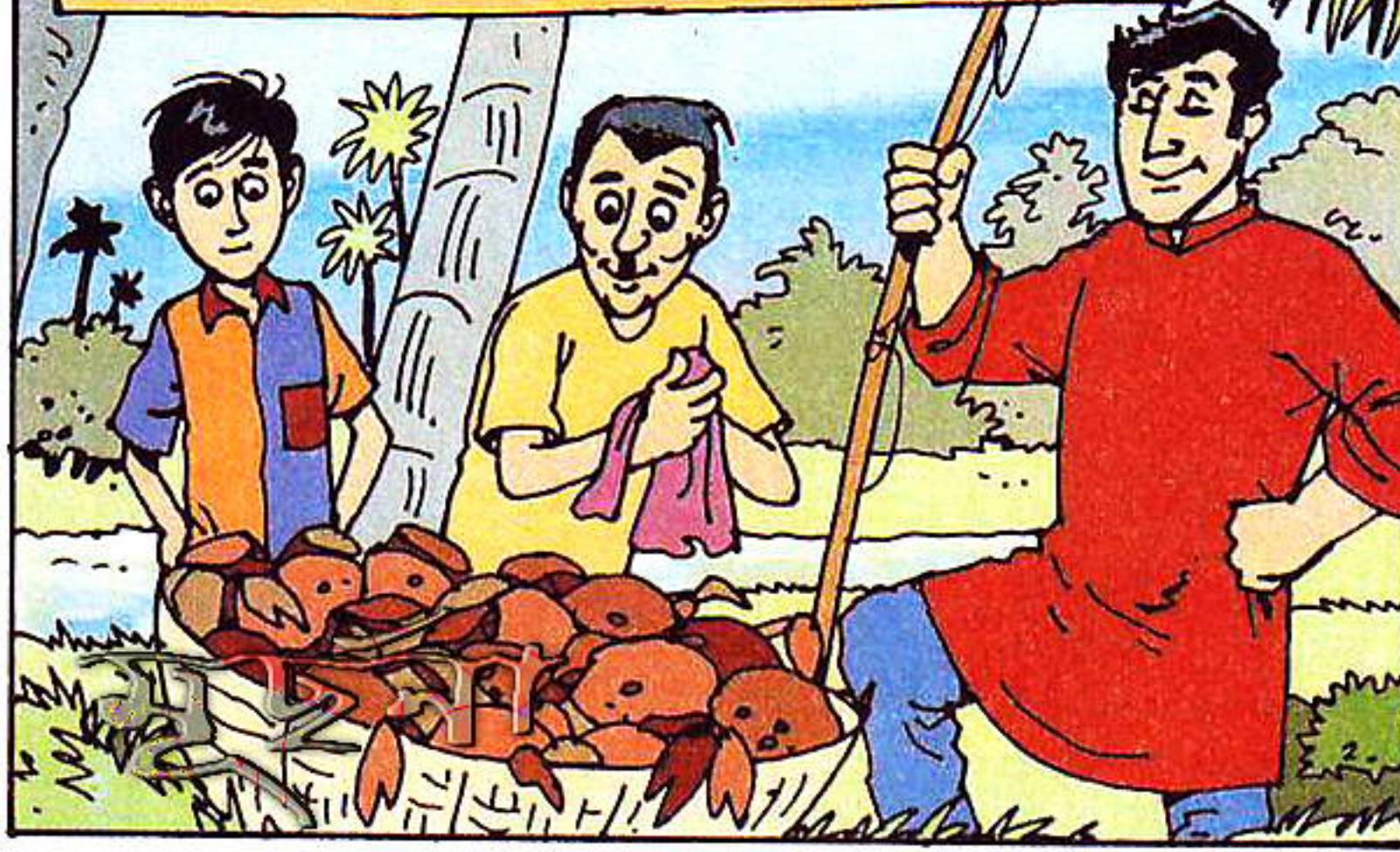
আমি বঁড়শি তোলার ঠিক আগে ধামাটা
জলের তলায় পেতে ধরবি জগা...

...তারপরে দেখা যাবে কে বেশি
চালাক, আমি না ব্যাটাছেলে
কাঁকড়া !

www.MerchOna.com

সত্যিকারের একটা শিকারপর্ব বটে! আধুনিক মধ্যে ধামাবোৰাই চল্লিশটা কাঁকড়া। টেনিদার বুদ্ধির কাছে এবারে কাঁকড়ার দল ঘায়েল।

মন্দ কী! কাঁকড়ার বোলও খেতে থারাপ নয়! তোর খিচুড়ি কতদুর রে জগা?



তা হলে কাঁকড়ার কি
মুড়ো নেই?

ওই দাঁড়াই হল
ওদের মুড়ো।

ওদের মুড়ো না
থাকলেও মুখ আছে।

কিন্তু সে কথা এখন
বেমালুম চাপাই থাক।

ও...হো হো হো! প্যালা, তোর মনে
এই ছিল...!

টেনিদা যা খুশি বলুক, বসেপুরী মিঠারে কুড়ি টাকার শোক কি
আমি এর মধ্যেই ভুলেছি।

আজ দু' দিন বেশ
আরামে কাঁকড়ার বোল
খাচ্ছি। টেনিদা দাঁড়া
কীরকম খাচ্ছে ঠিক
বলতে পারব না।

...মেদিন রাস্তায় দেখা
হয়েছিল, কিন্তু আমাকে
দেখেও ঘাড় গুঁজে গোঁ
গোঁ করে চলে গেল,
যেন চিনতেই পারেনি!